যুগান্তর

12 OCT 2012

ভেস্তে গেছে ৩০৬ উপজেলায় বেসরকারি মডেল বিদ্যালয় রূপান্তর কাজ

মামুন আব্দুল্লাহ

শিক্ষার মান উন্নয়নে দেশের ৩০৬ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয় রূপান্তরের পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। ৪৬৫ কোটি টাকার এ প্রকল্পের অধীনে অপরিকল্পিত একাডেমিক ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ না করা, শিক্ষক নিয়োগ না দেয়া, নিম্ন মানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, মেরামত ও সংস্কারের অভাবে এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জন হচ্ছে না। উপরন্তু নিয়মবহির্ভূত ও পরিকল্পনা বহির্ভূতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে প্রধানমন্ত্রীর অবগতির জন্য প্রতিবেদন পাঠানো হচ্ছে। সম্প্রতি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক এ প্রকল্পের ওপর এক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি অর্থনৈতিক নির্বাহী কমিটির (একনেক) পরবর্তী সভায় প্রধানমন্ত্রীর অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে বলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সূত্র নিশ্চিত করেছে। দেশের শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, টিচিং লার্নিং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিহীন উপজেলাগুলোতে বিদ্যালয় স্থাপন, বেসরকারি বিদ্যালয়ের স্কুল ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি বাড়ানো, শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বৈষম্য কমাতে এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। জানা গেছে, দেশের ৪৮০টি উপজেলার মধ্যে ১৭৪টি উপজেলা সদরে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু বাকি ৩০৬টি উপজেলাতে সরকারি কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ৩০৬টি উপজেলাতে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তরের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ উদ্যোগ নেয়া হয়। ৪৬৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকার এ প্রকল্পটি ২০০৯ সালে শুরু হয়ে ১৩ সালে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

সূত্র জানায়, যেভাবে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে, তাতে এর মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে না। এজন্য যারা অবকাঠামো নির্মাণে আর্থিক অনিয়ম ও শৃংখলাপরিপন্থী কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নেরও পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের অধীনে স্কুলগুলোতে অনিয়ম : প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইএমইডি প্রতিনিধি দল প্রকল্পের অধীনে রাজশাহী জেলার ৩টি স্কুল, চট্টগ্রামের ২টি, মৌলভীবাজারের ১টি স্কুল পরিদর্শন করে। এর মধ্যে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া পিএন উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন

প্রধানমন্ত্রীর অবগতির জন্য প্রতিবেদন পাঠানো হচ্ছে

নির্মাণকাজ হচ্ছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। এ পর্যন্ত মাত্র ৩৫ শতাংশ কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে। যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও সময়মতো অর্থ ছাড় না করায় নির্দিষ্ট সময়ে এ ভবনের কাজ হবে না বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের অধীনে ব্রান্ডেড কোম্পানির বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার কথা থাকলেও দেয়া হয়েছে অত্যন্ত নিম্নমানের পণ্য, বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়নে মেরামত ও সংস্কারের কথা থাকলেও হাত দেয়া হয়নি, আসবাবপত্র, খেলাধুলার সরঞ্জাম ও বইপত্র সরবরাহ করার কথা থাকলেও করা হয়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এজন্য চুক্তি অনুসারে নির্মাণকাজ সম্পন্ন ও গুণগতমান নিশ্চিত করতে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় রাজশাহীর লোকনাথ স্কুল এন্ড কলেজ, নওহাটা উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার জেলার নবীন চন্দ্র মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিদর্শন শেষে পরিদর্শক দল বিভিন্ন অনিয়ম ও সমন্বয়হীনতার প্রমাণ পায়।

অপরিকল্পিত ভবন নির্মাণ ও যথাযথ পরিকল্পনার অভাব : কোন জরিপ ছাড়াই প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত ১০০টি প্রতিষ্ঠানে টাইপ ডিজাইন অনুযায়ী ৪ তলা ফাউন্ডেশনের ৩ তলাবিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, যা আলোচ্য প্রকল্পে মডেল বিদ্যালয় রূপান্তর ধারণার বিচ্যুতি ঘটেছে। মডেল বিদ্যালয় স্থাপনে প্রয়োজনীয় শিক্ষক, অবকাঠামো নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়নি। এছাড়া অনেক জায়গায় ভবনের কাজ শেষ হওয়ার আগেই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে, এতে যন্ত্রপাতিগুলোর উপযোগিতা নষ্ট হচ্ছে। ওয়ারেন্টির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

অনুমোদিত ডিপিপির নিয়ম লংঘন : গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম পর্যায়ের ৬৪ বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা যায়নি। অবশিষ্ট ২৪২টি বিদ্যালয় থেকে ১০০টি বিদ্যালয় নির্বাচন করে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যা একনেকে অনুমোদিত ডিপিপির সুস্পষ্ট লংঘন।

শিক্ষক নিয়োগ ও সংস্কারের উদ্যোগ নেই : কোন বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর করার অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া। কিন্তু প্রকল্পের অধীনে কোন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তরের জন্য গৃহীত বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকের সংকট রয়েছে। এজন্য শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া অনেক বিদ্যালয়ে প্রকল্পের অধীনে মেরামত ও সংস্কারের কথা থাকলেও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।